গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ছোটগল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস :
মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ

মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে আমরা সেই শ্রেণিকে বুঝি, বিত্ত পর্যায়ে যারা উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে। আবার মধ্যবিত্ততা এক ধরণের মানসিকতাও, যা প্রতিনিয়ত এক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে শোণিত শিরায় ক্রিয়া করে। ১৭৮৯-১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শিল্পবিপ্লবের হাত ধরে বুর্জোয়া সভ্যতা গঠনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণি। শাসক ও শাসিতের মাঝখানে এদের অবস্থান। সওদাগরি স্বার্থেই যখন ভারতবর্ষে ইংরেজের উপনিবেশ গড়ে ওঠে, তারই হাত ধরে পরবর্তীতে সেখানেও এমন এক মধ্যবিত্ত সমাজের অঙ্কুরোদ্‌গমের ঘটনা ঘটে, উনিশ শতকের প্রথম ভাগে। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি-র বাংলা আক্রমণ ও ১৭৫৭ সালে সিরাজের পতন—এই দীর্ঘ প্রায় ৫৫০ বছরের মুসলমান শাসনদণ্ড, ইংরেজের শীর্ষারোহণ অবধি ধারাবাহিক বিলুপ্ত হয়। মুসলমানেরা আলোড়িত হলো স্ববাসী-পরবাসীর প্রশ্নে।

ভারতবর্ষেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রথমে ইংরেজ শক্তির সহায়করূপে কাজ করে। কিন্তু এ সব দিকে মূলত হিন্দুরাই প্রথমে রাজসহায়ক ছিল। মুসলমানেরা তাদের রাজত্ব হারানোর অভিমানে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাজভাষা পরিবর্তনের ফলে, ওয়াহাবী, বাঁশের কেল্লা প্রভৃতির জন্য শাসক শ্রেণির বিরাগের কারণ হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজরা মুসলমানদের প্রতি একটু নরম হয় ও ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজরা আগ্রহী হয়ে ওঠে। দুই বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল পরিবেশে নবোদ্‌গত জাতীয়তাবাদী চেতনায় দেশের মুসলমান জনগণ আকৃষ্ট হয়। ১৯০৬-এ মুসলিম লিগ ও ১৯২১-এ গড়ে ওঠা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম মননধর্মী সমাজ গঠনে সহায়তা করে। অনেক পরে জাগ্রত হওয়া মুসলমান মধ্যবিত্ত ভাবে এক নতুন দেশের কথা, যেখানে হবে তাদের সব ইচ্ছা পূর্ণ। তাই ১৯১১-র বঙ্গভঙ্গের পরে, ১৯৪০-এ পাকিস্তান প্রস্তাব ও ১৯৪৬-এ দাঙ্গা, তার পরে ১৯৪৭-এ ভাগ হয় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান)।

স্বাধীনতার সঙ্গেই মেনে নিতে হয় অঙ্গচ্ছেদের বেদনাটুকুও।

মুসলিম মানসে তৈরি হওয়া পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা না উর্দু অর্থাৎ মাতৃভাষা নির্বাচনের দ্বন্দ্বে ফের ফাটল ধরে। বাংলাদেশ নামে নতুন এক রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। একটি দেশের সঙ্গে জড়িয়ে যায় বাংলা ভাষার নাম। আসলে ভাষার সঙ্গে যুক্ত থাকে রাজনীতি-অর্থনীতির প্রশ্নটিও। যেমন, দুটি দেশেরই (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) ছিল কৃষিপ্রধান অর্থনীতি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থার যা উন্নতি হয়, পূর্ব পাকিস্তানে তা এসেছে কিঞ্চিৎমাত্র। তাছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র, রাজধানী, শিল্পনগরী, কেন্দ্রীয় নেতাদের আবাস, পারমিট লাইসেন্স বিতরণকেন্দ্র সবই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে। আর ছিল সব ধর্মের সমান অধিকারের কথা অথবা আবহমান কালের সেই একই প্রশ্ন-আগে বাঙালি না আগে মুসলমান, যা এখনও বি.এন.পি ও আওয়ামী লিগের দ্বন্দ্বে বিদ্যমান। বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রা সহজেই ফুটে ওঠে ইলিয়াসের গল্পে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর ছোটগল্পে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের সেই স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বিন্যাসের দিকটি সুন্দররভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর গল্পে স্ল্যাং (যেহেতু, তা বর্তমান মানুষের জীবনের বাইরে নয়), Humor, Wit, Fun, তীক্ষ্ণ অকপটে সমাজ-সমালোচনা ইত্যাদি খুব নিখুঁত ও নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে তিনি ফুটিয়ে তোলেন।

গবেষণার প্রস্তাবিত বিষয়কে ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে উপসংহারে আদতে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর কথা ভেবেছি। সঙ্গে গবেষণাকর্মের সম্পূর্ণতা দানের জন্য ভূমিকা ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : সমকাল ও জীবনকথা

সাহিত্য কখনও বাস্তব বর্জিত নয়। আর সমস্ত সাহিত্যিকের কলমের আঁচড়ে থাকে তাঁদের সমকালের ক্ষত, জ্বালা, যন্ত্রণা, ভালোবাসা আর আনন্দ, ইলিয়াসের জন্ম ১৯৪৩-এ এবং মৃত্যু ১৯৯৭-তে। তাঁর এই জীবনাবর্ত ঘিরে ছিল এক অস্থির সময়। '৪৩-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্ম হয় অখণ্ড ভারতে। '৪৬-এর দাঙ্গা, '৪৭-এর দাঙ্গা, '৪৭-এর দেশভাগ, '৫২-র পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন, '৬৯ ও '৭১-এর গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী ইলিয়াস। সেই সঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গের তেভাগা আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, হাংরি প্রভৃতি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন ইলিয়াস। তিনি মূলত ছিলেন সংগ্রামী। ১৯৯৬- তে ক্যানসারে মৃত্যুর আগ অবধিও তিনি তাঁর অসুস্থ সময়কে যতটা পারেন, স্বঘোষিত 'তোতলা কলম'-এ তুলে ধরতে চেয়েছেন। একদিকে ঘটনাবহুল জীবন ও অন্যদিকে কর্মোদ্যমতা তাঁর জীবনদর্শন গঠনে সাহায্য করে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ইলিয়াসের বোধভুবনে সহজেই ধরা পড়ে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের জীবনমনোচর্চা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ ও বিশ শতকে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের চিন্তা-চেতনা

১৭৫৭-র পর ইংরেজ 'বণিকের মানদণ্ড' দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে। এরপর ১৭৯৩ -তে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদারেরা বা রাজন্য-অনুচরেরা জমির উপর তাদের মালিকানা হারাতে থাকে। একে তো মুসলিম শাসকের অভিমান; দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; তৃতীয়ত, নিষ্কর আদায়; চতুর্থত, রাজভাষা ফারসি থেকে ইংরেজিতে পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে মুসলমানরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। পরে আবদুল লতিফের হাত ধরে মহাবিদ্রোহের পর মুসলমানদের উত্থান ও সেই সঙ্গে ইংরেজদের ভেদ-রাজনীতি, হিন্দুদের বিজাতীয় বিদ্বেষ ও মুসলমান নেতাদের নিজস্ব চিন্তাধারা, উপরন্তু দুই বিশ্বযুদ্ধের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ এবংবিধ ঘটনা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মগত অসন্তোষ জিইয়ে রাখে। আর তার-ই ফলশ্রুতি '৪৬-এর দাঙ্গা, '৪৭-এর মানচিত্র ভাগ। এই জাত ও জায়মান ঈর্ষার প্রেক্ষিতেই এরপর পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম না বাঙালি এই প্রশ্নে '৫২, '৬৯, '৭১-এর আঁধার পেরিয়ে ফের 'বাংলাদেশ' নামক তৃতীয় রাষ্ট্র প্রতিপাদন করে। তারপর বাংলাদেশের রাজনীতি শেখ মুজিব থেকে জিয়াউর রহমান হয়ে এরশাদ অর্থাৎ কিনা গণতন্ত্র ও সেনাতন্ত্রের পেণ্ডুলামে আরও একাধিকবার দুলে উঠবে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্বিবিধ প্রভাব কীভাবে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের চিন্তন রেখাকে বাধ্যতার বিবর্তনের আওতায় নিয়ে আসবে—ইলিয়াসের ছোটগল্পগুলির চরিত্র, ঘটনাক্রমের যথার্থ বিশ্লেষণে আমরা তা সহজেই বুঝে নিতে পারব।

তৃতীয় অধ্যায়

ছোটগল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও সমকালীন বাংলা ছোটগল্প

বিশ শতকের প্রথমার্ধে সংঘটিত দু-দুটি বিশ্বসমর পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতোই ভারতবর্ষেরও এযাবৎ স্বাভাবিক জীবনচর্যাকে বিধ্বস্ত করে। অন্ন-বস্ত্র, সংসার-বাসস্থান, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি নিত্যকার চাহিদাগুলিকে কুরে খেতে থাকে অনিশ্চয়তার ক্লীব বলয়। তাই সেই সময়কার ছোটগল্পে অবধারিত ভাবে উঠে আসে সমাজবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। দুই বাংলার লেখকদের গল্পে উঠে আসা বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন এবং ইলিয়াসের গল্পের অন্দর-বাহিরে ভিড় করে থাকা বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে তুলনাত্মক আলোচনাও এই প্রসঙ্গে উঠে আসবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের অবক্ষয় চিত্র ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প

ইলিয়াসের গল্পে ফুটে ওঠে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাঙালি মধ্যবিত্তের অবক্ষয় ও অবনমনের চরিত্রটি, তাদের স্বার্থ জড়িত হীন কার্যকলাপগুলিও। ইলিয়াস তাঁর ছোটগল্পগুলির পাতায় তাদেরকেই এক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে তুলে ধরেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজভাবনা-দ্বান্দ্বিকময় জীবনচিত্র ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভাবনা, জীবনজটিলতা ও নর-নারীর অবস্থান আমাদের এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে। গবেষণার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিতে আমরা কিছু ভিন্ন শিরোনাম-বিভাগ রাখব। যেমন,

ক. গল্পে অর্থনৈতিক ভাবনা ও বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থান, বিভিন্ন এন.জি.ও.-গুলির দেশকে নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা জমির অধিগ্রহণ, রাজাকার বাহিনীর প্রতাপ, হিন্দুদের সম্পত্তির ভোগদখল ইত্যাদি দিকগুলিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এবং সেই সঙ্গে এই অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা— আমরা ইলিয়াসের গল্পগুলির প্রেক্ষিতে আলোচনা করব। যেমন; 'কান্না', 'কীটনাশকের কীর্তি', 'পায়ের নিচে জল', 'দোজখের ওম' প্রভৃতি।

খ. গল্পে রাজনৈতিক ভাবনা ও বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ

এখানে আলোচিত হবে একইভাবে মুক্তিযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ভাবনা, মুজিবরের রাষ্ট্রপতি হওয়া এবং তাঁর মৃত্যু, জিয়াউর রহমানের কুর্সি দখল ও সংবিধান বদল, এরপর এরশাদ ও তাঁর রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা। আর সেই সঙ্গে হিন্দু মাইনরিটি, গ্রামীণ ও শহুরে সুবিধাভোগী নেতা অর্থাৎ বহুবিধ চরিত্রের শল্কমোচন এই অধ্যায়ে আমাদের বিবেচ্য হবে। যেমন; 'ফেরারী', 'অন্য ঘরে অন্য স্বর', ' খোঁয়ারি', 'পায়ের নিচে জল', 'ফোঁড়া', 'রেইনকোট', 'দখল' প্রভৃতি।

গ. গল্পে সমাজভাবনা-দ্বান্দ্বিকময় জীবনচিত্র ও বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ

বর্তমান ভোগবাদী সমাজে ভোগের নিমিত্তে জীবনে যে জটিলতা দেখা যায় বাংলাদেশে, তার নিখুঁত ছবি কীভাবে ইলিয়াস তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার প্রকৃত অন্বেষণ আমাদের এই অধ্যায়ে স্থান পাবে। যেমন; 'উৎসব', 'প্রতিশোধ', 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল', 'পিতৃবিয়োগ', 'দুধভাতে উৎপাত', 'প্রেমের গপ্পো' ইত্যাদি।

উপসংহার

আমাদের এই গবেষণাকর্ম, দেশীয় ও বৈশ্বিক সময়ের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের অবস্থান নির্ণয়ে নতুন দিশা দেখাতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. ইকবাল শহীদ : ‘কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস’, জাতীয়গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯।

২. ইলিয়াস খালিকুজ্জামান (সম্পা.) : ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র (১-৪)’, মাওলাব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭।

৩. ঘোষ বিনয় : ‘মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ’, ১২ ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ১৯৯৪।

৪. আহমেদ ওয়াকিল : ‘উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা’, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।

৫. ভুইয়া গোলাম কিবরিয়া : ‘বাঙালি মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাশ’, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

৬. মণ্ডল আলাউদ্দিন : ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণে বিনির্মাণে’, মাওলাব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯।